তারুণ্যের মিস্টিপান, উদাসীন সিনিয়র আর আমাদের স্বর্ণলতাবৃন্দ

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান তার একটি লেখায় সাদেক হোসেন খোকার দা - কুড়ালের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের মহান ঐতিহাসিক ভাষণের একটি অনন্য অংশ "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে"-এর সঙ্গে তুলনা করে মোটামুটি সুশীলসমাজ আর সাধারণ মানুষের মারাত্মক ক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছেন। আমরাও অনেকে কষ্ট পেয়েছি। যেমনটা কষ্ট পেয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে হত্যার পর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে নিজেদের 'মোনাফেক' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মূর্খ চেষ্টায়।

কথা হচ্ছে, জনাব সাদেক হোসেন খোকা আর ড. মিজানের কথায় আমরা সবাই স্তম্ভিত হচ্ছি কেন? আমাদের দেশের দিকেই তাকান, গভীরভাবে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর কয়েক দশক আমরা যা খুশি তাই করার ও বলার মানসিকতা নিয়ে বড় হয়েছি, যার যত ক্ষমতা সে ততো বেশি বেপরোয়া হয়েছে। রাষ্ট্র এই আচরণকে বাঁধা দেয়নি বা নামমাত্র সতর্ক করেছে অথবা নিজেই আঁতাত করেছে। কারণ রাষ্ট্র জানতো এভাবে শালীনতা আর নৈতিকতার বোধকে ভেঙ্গে দিতে পারলে দেশটা ধ্বংস করতে সহজ হবে, বাংলাদেশ বিরোধীদের স্টাইলেই এটা করা হতো।

আর আমরা তো জাতির বিবেক হিসেবে জাহির করা আমাদের 'হোয়াইট কালার' সুশীল নেতাদেরও দেখেছি। আজ এই দলেতো কাল ওই ঘরে, আজ এই ফোরামে তো কাল ওই জোটে, ঘাটলে তাদের আর্থিক আর ব্যক্তি-চরিত্রের গন্ধ বেশি বই কম হবে না। সাধারণ মানুষ এখন এসব জানে , জানে বলেই উনারা সাধারন জনতাকে তাদের দিকে টানতে ব্যর্থ, জামানত ওঠানোর মতো যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেননি উনারা। হালের কিছু তরুণ নেতার পারিবারিক ইতিহাস আর ব্যক্তিগত চরিত্রতো আরও ভয়াবহ। এসব ডবল স্ট্যান্ডার্ডের কারণে তরুণদের মধ্যে একটা 'দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছি' মনোবৃত্তি কাজ করছে যা আগামী নির্বাচনেই হয়তো প্রতিফলিত হবে।

আমরা এখন যখন তখন যাকে তাকে নিয়ে যা খুশি তাই বলি , অশ্রদ্ধাবোধটা গড়ে উঠেছে সমাজের সবপর্যায়ে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে বিন্দুমাত্র পড়াশোনা করেনি সেও মন্তব্য করে বসছে, ছোটরা বড়দের সম্বন্ধে বাজে বলছে, দুর্নীতিকে সমাজের অবিচ্ছেদ্ধ অংশ করে তুলেছে অসাংবিধানিক শক্তি গুলো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে মাওলানা ভাসানীর মতো নেতাদের সঙ্গে তুলনা করছি যাকে তাকে , মুক্তিযুদ্ধকে প্রশ্নবিদ্ধ করার দুঃসাহস দেখায় কেউ কেউ, টিভিতে কিছু 'দালাল'কে দিয়ে আমাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধার সঙ্গে কথাও বলানো হয়, দেশের সবচেয়ে মিথ্যাবাদী, পরীক্ষিত দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দিয়ে টকশো করানো হয়। প্রশ্ন করলে

উত্তর প্রায় একই শুনতে পাই, ভাই, অন্য চ্যানেলের সবাইতো করছে অথবা উনিতো অনেক সফল ব্যক্তি বা উনি বিতর্কিত তাই মানুষ বেশি শোনে ইত্যাদি। অর্থাৎ আমরা স্রোতে ভাসছি। মুখে ব লছি ভালো হতে হবে, নিম্ন পেট্রোনাইজ করছি ভালোর সঙ্গে খারাপকেও। নাটকগুলো শুধুই দেখাচ্ছে এই সমাজে কি হচ্ছে (যুক্তিঃ নাটক সমাজের দর্পণ)। কিন্তু এটা দেখাচ্ছি না, এ সমাজকে আমরা কীভাবে দেখতে চাই আগামীতে। এই নষ্ট স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছি না কেউ সাহস নিয়ে বা যোগ্যতা নিয়ে। যারা দাঁড়াচ্ছেন বা দেখাচ্ছেন দাঁড়িয়েছেন, শেষ পর্যন্ত দেখছি সেটাও ছিল একটা প্রোডাক্ট বা বিপণন সামগ্রী মাত্র।

আমাদের শিক্ষকরা রাজনীতি করেন, আমাদের রিকশাওয়ালারা রাজনীতি করেন, আমাদের সরকারি কর্মকর্তারা রাজনীতি করেন, আমাদের ব্যবসায়ীরা রাজনীতি করেন, আমাদের কৃষকরা রাজনীতি করেন , আমাদের পত্রিকাওয়ালারা রাজনীতি করেন, আমাদের ডাক্তাররা রাজনীতি করেন, আমাদের জেলেরা রাজনীতি করেন, আমাদের বনরক্ষকরা রাজনীতি করেন, আমাদের ব্যাংকাররা রাজনীতি করেন, আমাদের ঈমামরা রাজনীতি করেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা রাজনীতিবিদ, আমাদের কামার-কুমাররা রাজনীতি করেন , আমাদের বিল্ডিং-দরজা-জানালারাও রাজনীতি করে। তাহলে শুধুই কাজের জন্য কাজ করছেন কে ? আমি রাজনীতির লোক, আমি রাজনীতির পরিশুদ্ধতার কথা বলছি মাত্র। আমি কি এ প্রশ্ন করতে পারি, আমাদের স্বাধীনতার শক্তিটা আমরা বুঝেছি , কিন্তু স্বাধীনতার দায়িত্ব আর সীমাবদ্ধতাটা আমাকে এবং আমাদের কেউ শেখাচ্ছেন না কেন?

কয়েকজন কাপুরুষ কুলাঙ্গার কাপুরুষের মতো জাতির জনককে হত্যা করার পর আমরা আবার জঘন্য ভয়াবহ এই নৃশংস হত্যাকান্ডের বিচার বন্ধে ইনডেমনিটি করলাম, সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করে তার আইনগত ব্যাখ্যা দিলাম, আর্মি শাসনকে হালাল করলাম, গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দিলাম, জাহানারা ইমামকে দেশদ্রোহী বানালাম এবং তারও আইনগত ব্যাখ্যা দিলাম, যারা আমাদের মা-বোনদের ধর্ষণ করেছে তাদের দাঁড়িতে মেহেদী লাগালাম, দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে নিজেদের হাস্যকর অসহায়ত্বকে পুঁজি করলাম , বীভৎস মিথ্যাচারের পত্রিকা 'আমার দেশ'-এর পক্ষে দেশের শীর্ষ স্থানীয় সম্পাদক বুদ্ধিজীবীরা স্টেটমেন্ট দিয়ে মিথ্যাকে শক্তিশালী করলাম। এর পরও আপনি আমি কীভাবে, কোন বোকার স্বর্গে বসে ভাবছি এ দেশ সত্যাশ্রয়ী, পরিণত, সাহসী, মানবিক, সুস্থ মানুষের জন্ম দেবে! অন্যায় করতে আর বলতে আমাদের লজ্জাও হয় না, খারাপও লাগে না ইদানীং। কারণ, এই করেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

শাহাবাগের আন্দোলনকে যখন প্রচন্ড মিথ্যাচারের মাধ্যমে একটা নোংরা পরিকল্পনায় নাস্তিকতার সঙ্গে মিশিয়ে ডি-রেইল করা হচ্ছিল, তখন আমাদের সুশীলসমাজকে পরিষ্কার দুভাগ হয়ে যেতে দেখলাম, আমি এবং আমরা হতাশ, ব্যথিত আর ক্ষুব্ধ হলাম। অনেকেই বুঝতে চাইলাম না , এই বিভক্তিতে আমরা মূলত আমাদের পায়েই কুড়াল মারলাম এবং এতে এক ধরনের বিকৃত আত্মতৃপ্তি পেতে ও দেখলাম আমাদের কিছু সমাজপতিকে। দেশের স্বার্থ আর রাজনৈতিক স্বার্থ এক নয়, এটা আমরা ৪২ বছরেও উপলব্ধি করলাম না। এটাও উপলব্ধি করলাম না, আমাদের এসব বোকামিতে বাইরের লোক হাসাহাসি করে এবং বিরোধপূর্ণ জাতি বলে তুচ্ছতার আদরমাখা হাসি দিয়ে আপ্যায়ন করে। আমাদের সমাজের মাথাদের হয়তো ওই গা-জ্বালানো হাসি গায়ে লাগে না বিভিন্ন কারণে। কিন্তু আমাদের খুব লাগে ভাই।

আমাদের ক্রমাগত আপস আর ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আমাদের চরিত্র তৈরি করতে সহায়তা করেনি, মানবিক দিক দেখার চেয়ে মিথ্যা আর কলুষিত সংবাদে বেশি শিহরিত হই। ড. মিজানুর রহমান খান এর বাইরে নন। মূলত

ধ্বংসের প্রান্তে দাঁড়ানো দুই জেনারেশনকে কিছুটা রিপেয়ার করে আগামীর দিকে চলতে হচ্ছে আমাদের। জননেত্রী শেখ হাসিনার এ ক্রমাগত প্রায় অসম্ভব প্রচেষ্টা কি শুধু একজনমাত্র নেত্রীর বা তার নেতৃত্বে রাষ্ট্রের ? সমাজের কি কোনো দায় নেই, গোষ্ঠীর কি কোনো মাথাব্যথা থাকবে না, ব্যক্তির কি কোনো স্বার্থ নেই? ভালো লাগবে যদি আমরা আমাদের ভুল থেকে শিক্ষা নেই। এসব পরিস্থিতিতে আমাদের মাথা রাখতে হবে শান্ত, রিঅ্যাকশনিস্ট না হয়ে, অপুরচিউনিস্ট না হয়ে অনুধাবন করতে হবে দেশের প্রান্তিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আর দায়িত্ব , সেই সঙ্গে প্রতিজনের অবদান।

আরেকটা কথা বলতে চাই, একটা কূট-পরিকল্পনা প্রায় সফল হয়েই যাচ্ছিল। বাংলাদেশে পাকিস্তানী নেগেটিভ শক্রর দালালদের অনুপ্রবেশ এবং তাদের চিন্তা-চেতনা মোতাবেক বাংলাদেশকে নৈতিক, আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রায় সফল কার্যক্রম। এর জন্য ওরা এমন কোনও ফ্রন্ট নেই যেখানে রাজনীতি, ধর্ম আর অর্থকে ব্যবহার করেনি। কলুষিত রাজনীতি , হিংসা, দ্বন্দ্ব, সাংস্কৃতিক অসুস্থতা, দুর্নীতি, কথা আর কাজে অশালীনতা, যাকে খুশি তাকে দিয়ে যার -তার বিরুদ্ধে বলিয়ে বেয়াদবির সংস্কৃতি স্থাপন এবং সব কিছু ব্যর্থ হলে সাধারণ মানুষের ধর্ম -চিন্তাকে ব্যবসায়িকভাবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রকে, রাজনীতিকে, প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঠেঙ্গানোর পরিপক্ব সুবন্দোবস্ত ওরা করে ফেলেছিল। আর কিছুদিন হলেই বাংলাদেশের শক্রদের পরিকল্পনা মোতাবেক আমরা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতাম এবং সেটা নিকট অতীতে আমাদের ভবিতব্যই ছিল, যেটা আমরা ভুলিনি।

শেষ কথা, আমরা আপাততঃ এদের ঠেকিয়ে দিয়েছি এবং পরিপূর্ণ ভাবে পরাস্ত করতে চেষ্টা করছি। এত অন্যায় করে ওরা সফল হবে না, সেটা জানি। কিন্তু আমাদের ব্যর্থতায় আমরা কতদিন ভুগবো সেটাও আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের প্ল্যান কি , আমরা প্রস্তুত তো?

নোমান শামীম
সাধারন সম্পাদক, যুবলীগ অস্ট্রেলিয়া